শিশুদের শিক্ষায় বাবা-মা'র অংশগ্রহণ

শিশু তার বিকাশের যে স্তর থেকে স্কুলে যেতে শুরু করে তখন থেকেই সে সম্মুখীন হয় একটি চ্যালেঞ্জিং সামাজিণ প্রক্রিয়ায় শিশু, পরিবার ও স্কুলের মধ্যে একটি ত্রিভুজ যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যে সমস্ত পরিবারের শিশুরা বাবা-মা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা পেরেছে তারা জীবনে অত্যন্ত সফলভাবে এই সমস্ত ক্রাইসিস কে মোকাবিলা করতে পেরেছে।

শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বাবা-মাকে সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি 'শিশু বিকাশ প্রক্রিয়া' বলে উন্নত বিশ্বে দাবি করা হয়। আমরা যদিও এই যান্ত্রিক জগতে বিভিন্ন কাজে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি এবং অনেক বাবা-মাই আছেন যারা তাদের শিশুদের প্রতি ন্যূনতম দৃষ্টিটুকু দেন না বা দিতে পারেন না। তারা মনে করেন গৃহশিক্ষক রেখে দিলেই সব দিক থেকে শিশু ভালোভাবে গড়ে উঠবে, তা না হোক অন্তত পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে। কিন্তু বাবা-মার সরাসরি অংশগ্রহণ শিশুকে যে কতোখানি আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে পারে তা কখনো তারা ভেবে দেখেন না। আমেরিকান এক পরিবার গবেষকের মতে, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া এক ধরনের অপঃরাব জড়ষব-ঢ়ষধু ঢ়ৎড়পবংং, যেখানে বাবা-মা একটি শিশুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় কাজ করে তার বিকাশে সহায়তা করে। এই ভূমিকাগুলো হতে পারে যেমন-ক. শিশুদের কোনো কর্মকাণ্ডে তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিতে পারেন, খ. বাড়িতে তাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়মিত পাঠদান করতে পারেন গ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একজন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত হয়ে শিশুর বক্তব্য শুনতে পারেন, ঘ. অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার শিশুকে বিভিন্ন পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারেন এবং সবশেষে, ঙ. তারা তাদের শিশুদের কাছে বয়স্ক ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করে নতুন তথ্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এই ভূমিকাগুলোতে যদি বাবা-মারা নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন তবে শিশু তার সামাজিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে এক ধরনের উপযোজনমূলক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে এবং সহজেই সেগুলোকে মোকাবিলা করতে পারবে। অপর দিকে স্কুলভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডেও তার পারফরমেন্সের মান উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হবে।

আজকাল, বহু বছর পর দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু স্কুলে বাবা-মাদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং কিছু কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমা বিশ্বে কিছুটা ভিন্নভাবে এই যোগাযোগগুলো করা হয়ে থাকে। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি তিনভাবে বর্ণনা করা যায়, প্রথমত, তারা সামনাসামনি বৈঠকের মাধ্যমে কথাবার্তা বলেন; দ্বিতীয়ত, তারা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এগুলো ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি এবং সবশেষ প্রক্রিয়াটি হলো চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে সার্বিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা করা।

উন্নত বিশ্বে স্কুলের শুরুতেই 'প্রথম শিক্ষক-অভিভাবক' সম্মেলনে প্রতিটি বাবা-মা (অভিভাবক) কে একটি প্যাকেট শিক্ষা উপকরণসহ দেওয়া হয়, এই প্যাকেটটিতে বিশদভাবে বাবা-মায়ের অংশগ্রহণমূলক কিছু করণীয় নির্দেশনা থাকে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর শিক্ষায় বাবা-মাকে পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত করা। তারা যদি তাদের শিশুদের শিক্ষা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তার সুফল যে অনিবার্য তা সেখানে দৃঢ়তার উল্লেখ করা থাকে এবং তারা সেই নির্দেশনা অনুসারে বাড়িতে তাদের শিশুদের কার্যক্রমগুলোতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। তাছাড়া নিয়মিত (মাসিক) শিক্ষক-অভিভাবক সভা, টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট আলোচনা অথবা হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিশুকে একটি প্রকৃত বিকাশের পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়।

দেখা গেছে, পরিবার ও স্কুলের এই নিবিড় সম্পর্ক শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ ধারায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। এতে করে স্কুলে বিশেষ করে ড্রপ-আউটের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। তাছাড়া বাবা-মা যদি নিয়মিত তাদের শিশুর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন তবে বিশেষ করে বয়ঃসন্ধির সেই সময়ের বিপজ্জনক সমস্যাগুলোকে তারা সহজে বাবা-মার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারে। আমাদের সকলের জানা উচিত যে, এই সময় যদি কমিউনিকেশন সঠিক না হয় তবে শিশুর প্রকৃত বিকাশ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যা কিনা পরবর্তী সময়ে বয়সকালে তার ব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সবশেষে, শিশুর বিকাশের ধারাকে যদি বাবা-মা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন এবং সেই অনুযায়ী তার প্রতি যত্নবান হন তবেই একটি সুন্দরভাবে বিকশিত শিশু আমরা পেতে পারি এবং সেই সঙ্গে এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পরিবারের সাপোর্টের পাশাপাশি যদি নিয়মিতভাবে স্কুল ও পরিবারের মধ্যে সঠিক চ্যানেলে যোগাযোগ চালু থাকে তবে কোনো কিছুই সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডে তারা সম্পৃক্ত হতে পারবে না। আজকে শিশুর কোনো বয়ঃসন্ধির পর পরই স্কুল ছেড়ে দিয়ে মাদকাসক্ত অথবা সন্ত্রাসী ক্যাডারে পরিণত হচ্ছে। আমাদের সচেতন বাবা-মারা একটু কি ভেবে দেখবেন, আপনারা আপনাদের প্রাণপ্রিয় ছেলেমেয়েদের প্রতি কতোখানি যত্নবান কিংবা দিনে কতোটুকু সময় দিচ্ছেন যা কিনা তার বিকাশকে সুস্থ ধারায় চালিত করবে!

❑ **মোঃ আতিক সোবহান**.